W. B. HUMAN RIGHTS
COMMISSION
KOLKATA - 27

Date : 16-01-2017

Enclosed is the news item clipping of 'Ei Samay' a Bengali daily dated 16th January, 2017, the news is captioned "বিনামূল্যের রক্তপরীক্ষা পাঠানো হচ্ছে বাইরে, আলোড়ন ন্যাশনালে "

The Principal Secretary Health and Family Welfare Department, Govt. of West Bengal is directed to furnish a report within 4 (four) weeks i.e.14.02.2017 enclosing thereto :

(a) Bed Head tickets of mother of Naquibuddin Chowdhury and patient of Madan Samanta,

(b) Full address and particulars of Naquibuddin Chowdhury and Madan Samanta.

( Justice Girish Chandra Gupta )
Chairperson

( Naparajit Mukherjee )
Member

( M.S. Dwivedy )
Member

Encl : News Item dt.16-01-2017

Ld. Registrar to keep NHRC posted about cognizance taken on the subject by WBHRC.

# বিনামূল্যের রক্তপরীক্ষা পাঠানো হচ্ছে বাইরে, আলোড়ন ন্যাশনালে

অনির্বাণ ঘোষ

সরকারি হাসপাতালের রক্তপরীক্ষা বাইরে চলে যাওয়ার অভিযোগ নতুন নয়। যে রক্তপরীক্ষার জন্য রোগী-পরিজনের একটি পয়সাও খরচ হওয়ার কথা নয়, সেই সব পরীক্ষাই অনেক রোগীর ক্ষেত্রে দালাল মারফত চলে যায় বাইরের বেসরকারি ল্যাবে, কমিশন মেলার অভিযোগ ওঠে জুনিয়র ডাক্তারদের বিরুদ্ধে। কিন্তু চট করে ধরা পড়ে না চক্র। এ বার কিন্তু ব্যতিক্রম ঘটল ন্যাশনাল মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে। একেবারে নির্দিষ্ট করে সম্প্রতি ধরে ফেলা হল মেডিসিন, কার্ডিয়োলজি আর পেডিয়াট্রিক্স বিভাগের বেশ কয়েকটি ইউনিটকে।

অভিযোগ, ওই তিনটি বিভাগের জুনিয়র ডাক্তারদের একাংশ ইন্ডোরে চিকিৎসাধীন রোগীকে 'ভাঙিয়ে' রক্তের নমুনা বাইরে পাঠিয়ে দিয়েছেন। এক-আধটা নয়, দু' সপ্তাহে প্রায় আড়াই হাজার রোগীর মধ্যে ২৫৯ জন রোগীর ক্ষেত্রে এমন ঘটনা ঘটায় আলোড়ন পড়ে গিয়েছে হাসপাতালের প্রশাসনিক মহলে। এ নিয়ে একেবারে তথ্যপ্রমাণও পেয়ে গিয়েছেন ন্যাশনাল কর্তৃপক্ষ। বিষয়টি বুধবারের কলেজ কাউন্সিলের বৈঠকে ওঠার পর এবং নির্দিষ্ট কয়েকটি ইউনিটকে ধমক দেওয়ার পর এ নিয়ে রীতিমতো শোরগোল পড়ে গিয়েছে হাসপাতালে।

ন্যাশনালের সুপার তথা উপাধ্যক্ষ পীতবরণ চক্রবর্তী বলেন, নমুনা সংগ্রহ ও রিপোর্ট দেওয়ার ক্ষেত্রে হাসপাতালের সেন্ট্রাল ল্যাব এখন অনলাইন পরিষেবা দেয়। প্রযুক্তির সেই জাঁতাকলেই ধরা পড়ে গিয়েছে এই অনিয়ম। সুপারের কথায়, 'প্রথম বার হাতেনাতে ধরা পড়ল বলে এখনই কড়া পদক্ষেপ করা হচ্ছে না। যে সব ইউনিট থেকে এই কাণ্ড হয়েছে, সেই সব ইউনিটের প্রধান চিকিৎসককে ডেকে জুনিয়রদের অবিলম্বে সতর্ক করে দেওয়ার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। হাতের লেখা কিংবা সই দেখে যে সব জুনিয়র ডাক্তারকে চিহ্নিত করা গিয়েছে, তাঁদেরও কড়া বার্তা দিয়ে দেওয়া হয়েছে।'

ঘটনার সূত্রপাত কয়েক সপ্তাহ আগে। ভাঙড়ের নকিবউদ্দিন চৌধুরী আচমকাই সুপার অফিসে এসে চামেচি জুড়ে দিয়েছিলেন। তাঁর বক্তব্য ছিল, সরকারি হাসপাতালে সব পরিষেবা বিনামূল্যের বলেই তাঁর মতো গরিব এখানে এসেছেন মায়ের চিকিৎসার জন্য। ডাক্তারবাবু রক্তপরীক্ষা লেখার পরই একজন যখন ফিমেল মেডিসিন ওয়ার্ডে চিকিৎসাধীন তাঁর মায়ের রক্তের নমুনা সংগ্রহ করেছিলেন, তখন সন্দেহ হয়নি। কিন্তু তাঁর অভিযোগ, বিকেলে ওই ব্যক্তিই এসে ৮০০ টাকা দাবি করেন। প্রায় জোর করেই তাঁর থেকে টাকা নিয়ে রিপোর্ট দিয়ে চলে যান ওই ব্যক্তি। তার পরেই নকিবউদ্দিন সুপার অফিসে আসেন।

বারুইপুরের মদন সামন্তও প্রায় একই অভিযোগে সুপার অফিসে এসে কান্নাকাটি জুড়ে দিয়েছিলেন। ফারাক হল, তাঁর ক্ষেত্রে ৮০০-র বদলে বিল হয়েছিল ১২০০ টাকা। এই দু'জনের অভিযোগ পেয়েই বিষয়টি তলিয়ে দেখতে শুরু করেন কর্তৃপক্ষ। দেখা যায়, দু' সপ্তাহে অন্তত ২৫৯ জন রোগীর ক্ষেত্রে একই ঘটনা ঘটেছে। এবং প্রায় প্রতিটি ক্ষেত্রেই বেসরকারি ল্যাবের দালালের সঙ্গে জুনিয়র ডাক্তারদের যোগসাজশেই ঘটেছে এমন কাণ্ড। শুরু হয় তোলপাড়।

কী ভাবে নির্দিষ্ট করে ধরা পড়ল, কোন বিভাগের কোন ইউনিটের কোন ডাক্তারবাবু এমন কাণ্ড ঘটিয়েছেন? ন্যাশনালের এক কর্তা বলেন, হাসপাতালের যেখানে সবচেয়ে বেশি রোগী ভর্তি থাকেন, সেই রামমোহন ব্লকে গত ১ ডিসেম্বর থেকে চালু হয়েছে অনলাইন ল্যাব রিপোর্টিং ব্যবস্থা। ইন্ডোরে চিকিৎসাধীন রোগীর কী কী নমুনা (রক্ত/থুতু/মল/মূত্র/সোয়াব) থেকে কী কী পরীক্ষা হবে, ওয়ার্ডের ডাক্তারবাবু তাঁর প্রেসক্রিপশনে সেটা লেখার পর ওয়ার্ডের নার্স তা 'অনলাইন রিকুইজিশন' হিসেবে কমপিউটারে আপলোড করামাত্র হাসপাতালের সেন্ট্রাল ল্যাবের কমপিউটার সে তথ্য জেনে যায় ল্যান মারফত। স্বয়ংক্রিয় ভাবে প্রতিটি নমুনার ক্ষেত্রে একটি বার-কোডও তৈরি হয়ে যায়। কিন্তু সেন্ট্রাল ল্যাবের তথ্যভাণ্ডার ঘেঁটে দেখা গিয়েছে, অন্তত ২৫৯টি ক্ষেত্রে ল্যাবের কর্মী ওয়ার্ডে নমুনা আনতে গিয়ে দেখেছেন, বার-কোড তৈরি হলেও নমুনাটি বাইরে চলে গিয়েছে। 'কোন কোন ক্ষেত্রে এই গরমিল হয়েছে, কমপিউটারের কল্যাণে তা ধরা পড়তেও সময় লাগেনি। তবে কতগুলি ক্ষেত্রে নার্সের হাতে প্রেসক্রিপশন আসার আগেই রিকুইজিশন বাইরে চলে গিয়েছে, তা বলা মুশকিল,' মন্তব্য ন্যাশনালের সেন্ট্রাল ল্যাবের দায়িত্বপ্রাপ্ত মেডিক্যাল অফিসার শান্তনু চট্টোপাধ্যায়ের।